দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 MAR 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা ঃ কিছু বক্তব্য

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ, এ দেশের শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা ১২ কোটির অধিক। ১৯৯৫ সালের ২০ এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দেশের প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার ফরম পূরণসহ সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এ বছর নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় বিষয় মিলে পাসের ব্যবস্থা রয়েছে এবং আগামীতে উভয় বিষয়ে পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে। অন্যান্য বছরের মত এ বছর দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত স্কুলসমূহে আবেদনের মাধ্যমে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিন্তু হঠাৎ করে শিক্ষা সচিবের এক নির্দেশে জানান হয় যে যাদের ৯ম শ্রেণীতে নাম রেজিস্ট্রেশন আছে কেবল তারাই অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। ফলে ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন প্রায় ৭০ হাজার অনিয়মিত পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারের শিক্ষা বিস্তার প্রকল্পের অধীনে প্রতি বছরই ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে প্রায় ৩/৪ শত নতুন বিদ্যালয় স্বীকৃতি লাভ করছে। অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় পরীক্ষার্থীরা ফরম পূরণের পূর্বে যেসব নতুন বিদ্যালয় স্বীকৃতি লাভ করে সেই সব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এইসব স্কুলের মাধ্যমে পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। ৪টি শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯৫ সালের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার আবেদনপত্র এবং বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধনপত্র যাচাই করলে ৪টি বোর্ডে ৬০/৭০ হাজার পরীক্ষার্থী স্কুলবদল করেছে বলে প্রমাণিত হবে। ১৯৯৪ সালে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন প্রায় ১০/১২ হাজার পরীক্ষার্থী স্কুল বদল করে পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণ করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠলে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান শিক্ষা সচিব মহোদয়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। এবং সচিব মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষা বিভাগের পরীক্ষা সংক্রান্ত নথিতে এক লিখিত নির্দেশ দিয়ে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব স্কুলবদল এবং নিবন্ধনে গরমিল ১০/১২ হাজার পরীক্ষার্থীকে জনপ্রতি ৮৫ টাকা নিবন্ধন ফি গ্রহণ করে বিশেষ প্রাইভেট হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।

কোমলমতি পরীক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে দেশের গুরুদায়িত্ব বহন করবে। তাই দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের অধীন যে ৭০ হাজারের মত পরীক্ষার্থী স্কুলবদল এবং গরমিল নিবন্ধনের মাধ্যমে ১৯৯৫ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার আবেদনপত্র বোর্ডে জমা দিয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে তাদের ১৯৯৪ সালের মত কুমিল্লা বোর্ডের বিশেষ প্রাইভেট হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সদয় নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদান করলে অসংখ্য গরীব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। বর্তমান সরকার যেখানে দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্যের বিনিময়ে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করছেন সেখানে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী ১৯৯৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে না, দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে তা কেউ আশা করতে পারে না। যাতে অবৈধভাবে কেউ এই ধরনের পরীক্ষার্থী হতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় দিতে পারেন।

মোঃ আলমগীর ফারুক
গ্রাম–শাহজাহানপুর
সিলেট।